গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর।
(এস, এ শাখা)
www.jessore.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৪.৪১০০.০০৫.১৫.০০৬.২৫- ২৬৫০

তারিখ : ২৭ আশ্বিন ১৪৩২ / ১৪ অক্টোবর ২০২৫

উন্নয়ন প্রকল্পে জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি

ভূমি মন্ত্রণালয়ের, সায়রাত-১ অধিশাখা এর স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০০২৩.২৫.৫৫৫, তারিখঃ ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মূলে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যশোর জেলার ২০ (বিশ) একরের উর্দ্ধের আয়তন বিশিষ্ট নিম্নবর্ণিত বদ্ধ জলমহাল বাংলা ১৪৩৩-১৪৩৮ সন পর্যন্ত ০৬ (ছয়) বছরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা প্রদান করা হবে। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারা লাভের জন্য কোন আগ্রহী সমিতিকে নিম্নোক্ত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত আবেদন ফরমে আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ সরাসরি ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর অনলাইনে ০৪ কার্তিক থেকে ৩০ কার্তিকের মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে। ৩০ কার্তিকের পরবর্তী ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে এস এ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোরে দাখিল করতে হবে। বিস্তারিত তথ্যাদি এস এ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর হতে জানা যাবে। জলমহালের তথ্যসমূহঃ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	জলমহালের নাম	জলমহালের আয়তন	সরকারি ইজারা মূল্য	মন্তব্য
০১	বাঘারপাড়া	রাধানগর বাওড়	৭৭.৬২ একর (কম/বেশী)	৭,৬৬,৪০৭/-	কোন জলমহাল নিয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা চলমান থাকলে উক্ত মামলা যে পর্যায়ে প্রত্যাহার/ নিষ্পত্তি হবে সে পর্যায়ে ইজারা প্রদান করা হবে অথবা মামলায় কোন নিষেধাজ্ঞা বা অন্য কোন আদেশ থাকলে সে মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
০২	ঝিকরগাছা	কাগমারি বিল	১৩২.৫০ একর (কম/বেশী)	১০,৯৩,৭৫০/-	
০৩	যশোর সদর	হামিদপুর বাওড়	৪৩.০৯ একর (কম/বেশী)	১৭,৫০,৭৭৫/-	

শর্তসমূহ

১। আবেদনের সাথে প্রকল্প ছকে উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করতে হবে।

২। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

৩। নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সকল সদস্যের নাম, ঠিকনা ও ছবি দাখিল করতে হবে।

৪। আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্যই প্রকৃত মৎস্যজীবী এই মর্মে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

৫। প্রকৃত মৎস্যজীবী, মাছ চাষ, শিকার ও বিপণনের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবেন এবং জলমহাল ইজারা পেলে নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন এমন অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে।

৬। সভাপতি, সম্পাদক ও উক্ত সমিতির নিকট সরকারি কোন বকেয়া রাজস্ব পাওনা আছে কিনা এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কিনা, সে সংক্রান্তে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে।

৭। যে কোন আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি জলমহাল ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবেন।

৮। আবেদন ফরম ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর ওয়েবসাইটে (www.minland.gov.bd) হতে সংগ্রহ করা যাবে।

Shot on OnePlus
Powered by Dual Camera
CamScanner

৯। আবেদন ফরমের সাথে জেলা প্রশাসক বরাবর উদ্ধৃত মূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার আকারে জামানত হিসেবে দাখিল করতে হবে এবং বিগত দুই বছরের অর্থাৎ ২০২৩-২০২৪ ও ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের অডিটি রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য, নতুন নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না। জামানতের টাকা ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

১০। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির বৈধতা সম্পর্কে জেলা/উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তার নিকট হতে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ পূর্বক দাখিল করতে হবে।

১১। জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত ইজারা দরপত্র দাতাকে সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ ইজারার অর্থ নির্ধারিত কোডে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখে সমুদয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে আবেদনপত্র বাতিল ও জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। কোন অবস্থাতেই ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১২। ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা মূল্য পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ইজারাদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৩। ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং কেবল ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পরই সংশ্লিষ্ট জলমহালের দখল ইজারা গ্রহীতাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে।

১৪। ১ম বছরের নির্ধারিত ইজারা মূল্যই পরবর্তী ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর আদায় করা হবে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ বছরে এ ইজারা মূল্য আরো ২৫% বৃদ্ধি পাবে এবং সে অনুযায়ী তা আদায় করা হবে।

১৫। ইজারাদার কোন অবস্থাতেই মহাল বা মহালের কোন অংশ বিশেষ সাবলীজ প্রদান করতে পারবেন না এবং জলমহাল যেখানে যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় আবেদন ফরমে উল্লেখপূর্বক ইজারা গ্রহণ করতে হবে। আবেদন ফরম দাখিলের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট জলমহাল সম্পর্কে সরেজমিনে প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে দেখে আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে। পরে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না, কিংবা জলমহালের বর্তমান আয়তন এবং দখল নামায় উল্লিখিত আয়তনের মধ্যে হেরফের হলেও কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না।

১৬। কোন ঘষা মাজা বা কাটাকাটি বা ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৭। জলমহালের ইজারা বাংলা সনের যে কোন সময়ে চূড়ান্ত হলেও তার মেয়াদ ঐ সনের ০১ (এক) বৈশাখ হতে কার্যকর হবে এবং ৩০ (ত্রিশ) চৈত্র পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, পরবর্তী ০১(এক) বৈশাখ থেকে নতুন বছরের কার্যক্রম শুরু হবে। ইজারাদার পূর্বের সময়ের খাস আদায়ের অর্থ দাবী করতে পারবেন না।

১৮। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন-কে উন্নয়ন প্রকল্পে একটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

১৯। যদি ইজারা গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থাৎ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই বৎসরের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন তবে তার জন্য কোন অজুহাত বিবেচনা করা হবে না এবং তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং কর্তৃপক্ষ নতুন করে সংশ্লিষ্ট জলমহাল ইজারা প্রদান করতে পারবেন।

২০। ইজারাদার সমিতিকে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক উদ্বৃত্ত দরের উপর ১৫% হারে ভ্যাট এবং ১০% হারে আয়কর প্রদান করতে হবে।

২১। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাভূক্ত জলমহালের ইজারা গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই "মা" মাছ শিকার করতে পারবেন না, এর ব্যত্যয় ঘটলে পুরো ইজারা বাতিল করা হবে।

২২। ইজারাকৃত জলমহালটি কোন অবস্থাতেই সাবলিজ দেয়া যাবে না, কোন সাবলিজ দেয়া হলে জলমহালের ইজারা বাতিল করা হবে এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারামূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

২৩। মামলাভূক্ত জলমহালগুলো যে পর্যায়ে নিষেধাজ্ঞা/স্থিতিবস্থার আদেশ প্রত্যাহার বা মামলা নিষ্পত্তি হবে সে পর্যায়ে ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২৪। ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহিতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবেনা এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার অথবা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন প্রকার সময় মঞ্জুর করা হবে না।

Shot on OnePlus
Powered by DualCamera
CamScanner

২৫। কর্তৃপক্ষ যে কোন আবেদন পত্র গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা এবং বাস্তবতার আলোকে প্রয়োজনে বিদ্যমান জলমহালের তফসিল হ্রাস/বৃদ্ধির ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

২৬। এ ক্ষেত্র সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা/অনুচ্ছেদসমূহ প্রযোজ্য হবে এবং বর্ণিত শর্তাবলী ছাড়াও উক্ত নীতির যে সকল ধারা/অনুচ্ছেদ যেখানে বা যথার্থ বলে বিবেচিত হবে তা প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক জারিকৃত সর্বশেষ আইন, বিধি (যদি থাকে) তা প্রযোজ্য হবে।

২৪/১০/২৫

মোঃ আজাহারুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক
যশোর
ফোনঃ ০২৪৭৭৭৬২৬৫২
ই-মেইল-dcjessore@mopa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৪.৪১০০.০০৫.১৫.০০৬.২৫-২৮৫০(৫০) তারিখ : ২৯ আশ্বিন ১৪৩২ / ২৪ অক্টোবর ২০২৫

অনুলিপি প্রেরণ: সদয় অবগতি/অবগতি ও কার্যার্থে

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
৩। পুলিশ সুপার, যশোর।
৪। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, যশোর।
৫। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, যশোর।
৬। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যশোর।
৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, যশোর।
৮। উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, যশোর।
৯। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, যশোর।
১০-১৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার-- (সকল), যশোর।
১৮-২৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি),-- (সকল), যশোর।
২৬। প্রোগ্রামার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর। বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের জন্য জেলা ওয়েব পোর্টাল আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
২৭। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা,--------------------------- ইউঃ ভূমি অফিস, ------------------------------- যশোর।
২৮। সম্পাদক, দৈনিক-লোকসমাজ------------------------------''জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি'' আপনার পত্রিকায় ০১ (এক) দিনের জন্য ভিতরের পৃষ্ঠায় ৪ কলাম × ৯ ইঞ্চি আকারে প্রকাশ পূর্বক ০২(দুই) কপি পত্রিকাসহ বিল প্রেরণ করার জন্য তাকে অনুরোধ করা হলো।

২৪/১০/২৫

জেলা প্রশাসক
যশোর।

Shot on OnePlus
Powered by Dual Camera
CamScanner